কলকাতা হাইকোর্ট

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ
মাননীয় বিচারপতি শেখর বি. সরাফ

২০১৯ সালের ডবলুপিএ ১২২৮৭
অঙ্কিতা সাহা ও আরেকজন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

শ্রী সুজিত কে. রথ

শ্রী সুকুমার সরকার

... আবেদনকারীদের জন্য

শ্রী ভাস্কর প্রসাদ বৈশ্য

শ্রী সুমন দে

... রাজ্যের জন্য

শ্রী সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

সুশ্রী ইতি দত্ত

... ডি.পি.এস.সি এর জন্য

শুনানীঃ ২২.০৯.২০২৩

রায় উন্মুক্ত আদালতে নির্ধারিত হয়েছেঃ ২২.০৯.২০২৩

বিচারপতি, শেখর বি. সরাফ:

১) এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন যেখানে রিট আবেদনকারীরা ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের মেমো নং ১০৪৯-এর মাধ্যমে একটি আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ, যা দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান/সচিব দ্বারা পাস করা হয়েছে (এরপরে 'চেয়ারম্যান' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেটি আবেদনকারী নম্বর ১ এর সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য তাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছে।

২) মামলার তথ্য হল যে, আবেদনকারী নং ১-এর বাবা দক্ষিণ দিনাজপুরের বাঁশিহারী উত্তর সার্কেলের অন্তর্গত এফ. পি. স্কুলের কোচপাড়ার প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। আবেদনকারী নং ১-এর বাবা ২০১০ সালের ১লা নভেম্বর ভাড়াটে অবস্থায় মারা যান, যেখানে বাবার মৃত্যুর তারিখে আবেদনকারী নং ১-এর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। আবেদনকারী নং ২, অর্থাৎ আবেদনকারী নং ১-এর মা, ২০১১ সালের ১লা ডিসেম্বর অনুকম্পা ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য বাবার মৃত্যুর পরে আবেদন করেছিলেন। আবেদনকারী নং ১-এর মায়ের অনুরোধের ভিত্তিতে কাজ করা হবে না এবং পরবর্তীকালে, আবেদনকারী নং ১,২০১৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর নিয়োগের জন্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন। চেয়ারম্যান, অর্থাৎ, উত্তরদাতা নম্বর ৩, ৫ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের মেমো নম্বর ১৭ এর মাধ্যমে, আবেদনকারী নম্বর ১ কে অনুকম্পামূলক নিয়োগের অনুরোধের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবেদনকারী নং ১, ২১শে এপ্রিল, ২০১৬-তে প্রাসঙ্গিক নথি জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পিটিশনার নম্বর ১ এই হাইকোর্টের একটি কো-অর্ডিনেট বেঞ্চের সামনে ২০১৭ সালের ডব্লিউ. পি. নং ১৭৪৫১ (ডব্লিউ) সহ একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যেখানে ১ নভেম্বর,

২০১৭ তারিখে একটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল, চেয়ারম্যান/উত্তরদাতা নম্বর ৩কে নির্দেশ দিচ্ছেন, ছয় সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারী নম্বর ১-এর প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করতে।

৩) এই হাইকোর্টের কো-অর্ডিনেট বেঞ্চের ২০১৭ সালের ১লা নভেম্বরের আদেশ মেনে চেয়ারম্যান আবেদনকারী নম্বর ১-কে ১৭ই নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের মেমো নম্বর ৯৬৭-এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ করেন। ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে চেয়ারম্যান আবেদনকারী নম্বর ১-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করেন। চেয়ারম্যান বলেন যে আবেদনকারী নম্বর ১ তার মা/আবেদনকারী নম্বর ২-এর প্রথম আবেদনের সময় ১লা ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে নাবালিকা ছিলেন। উপরন্তু, বিতর্কিত আদেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্কুল শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক শাখা, অর্থাৎ ২৮শে জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখের জি. ও. নং- ১০৬-এসই/(পিআরআই)/(পি) ৪এ-৩৮/০৭ (এরপরে '২৮শে জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখের সরকারি বিজ্ঞপ্তি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে') এর একটি বিজ্ঞপ্তি উদ্‌ধৃত করা হয়েছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০০১ (এরপরে '২০০১ বিধিমালা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর অধীনে সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য আবেদনের সময়কাল কর্মচারীর মৃত্যুর দুই বছর পরে নির্ধারণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান আবেদনকারী নং ১-এর আবেদনটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য এই ধরনের দুই বছরের সময়কাল শেষ হয়ে গেছে, যেখানে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় আবেদনটি ১০ই ডিসেম্বর, ২০১৪-এ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ১লা নভেম্বর, ২০১০-এ মৃত কর্মচারী/বাবার মৃত্যুর প্রায় চার বছর পরে। সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ ২৮শে জানুয়ারি, ২০০৮-এ নিচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছেঃ-

"১৪) **সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ** - যখন কোনও শিক্ষক তাঁর অবসর গ্রহণের তারিখের আগে কর্মক্ষেত্রে মারা যান, অর্থাৎ ৬০ বছর বয়সে, এমন একটি পরিবারকে ছেড়ে চলে যান **যা কাউন্সিলের মতে, এমন চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে যে এটি মৃত শিক্ষকের পরিবারের বেঁচে থাকা সদস্যদের দুই বর্গ খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়,**

(i) স্বামী/স্ত্রী;

(ii) পুত্র;

(iii) কন্যা

মৃত শিক্ষকের পরিবারের যে ব্যক্তি ৬ নং বিধির উপ-নিয়ম (১) এর প্রকরণ (ক) ও (গ) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী এবং বেকার, এবং ১৮ বছরের কম বয়সী এবং ৪৫ বছরের বেশি বয়সী নন, এবং পড়ানোর যোগ্য বলে বিবেচিত, এই ধরনের মৃত্যুর তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে অনুকম্পামূলক ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য কাউন্সিলের কাছে লিখিতভাবে একটি প্রার্থনা করতে পারেন।

তবে শর্ত থাকে যে এই উপ-বিধির বিধানের অধীনে মৃত শিক্ষকের পরিবারের একজন সদস্যকে নিয়োগ করা যেতে পারে।

ব্যাখ্যা- "পরিবারের সর্বোচ্চ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট মৃত শিক্ষকের আয়ের সাথে সম্পর্কিত" "আর্থিক কষ্ট" শব্দটির অর্থ হল, বাস্তব সময়ে কাউন্সিলের গ্রুপ-ডি কর্মীদের প্রাথমিক মোট বেতনের চেয়ে কম আয়। এই ধরনের পরিবারের আয় গণনার জন্য, মৃত শিক্ষকের জীবিত থাকাকালীন "প্রথম সাত বছর অথবা পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর", যেটি আগে হয়, "ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি এবং পারিবারিক পেনশনের ২০% ব্যতীত অন্য যেকোনো উৎস থেকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অর্জিত আয়, বাস্তব সময়ে বিবেচনা করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি মৃত শিক্ষকের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজনের বেশি হয়, তাহলে এই ব্যাখ্যার অধীনে গণনা করা আয় হবে

প্রতিটি সদস্যের জন্য ২০% হ্রাস পাবে, এবং যে পরিমাণ এসেছে তা প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রুপ-ডি কর্মীদের মোট বেতন আয়ের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্যে আয় গণনা করার সময় বিবেচনায় নেওয়া হবে।

৪) এই আদালত ২০১৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পায়নি, কারণ আবেদনকারী নং ১ শুধুমাত্র তার বাবার মৃত্যুর তারিখে ১৪ বছর বয়সী নাবালক ছিলেন না, বরং আবেদনকারী নং ১-এর জন্য দুই বছরের আবেদনের মেয়াদও তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরে শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে সহানুভূতিশীল নিয়োগ একটি অধিকার নয়, বরং ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদের ব্যতিক্রম, যেখানে এই ধরনের নিয়োগের জন্য প্রণীত নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই সরবরাহ করা আবশ্যক। আমরা এখন সুপ্রিম কোর্ট এবং এই হাইকোর্টের পূর্ববর্তী রায়গুলিতে অনুকম্পামূলক নিয়োগের আইনশাস্ত্র বিবেচনা করব যা এই আদালতের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলিকে নিশ্চিত করে।

৫) **ইপ্সিতা চক্রবর্তী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় ২০১৮ (৩) সিএইচএন (সিএএল) ৪৭২ এবং (২০১৮) ২ সিএএল এলটি ১৭৭ (এইচসি)-তে** রিপোর্ট করা, এই আদালত সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখ করার জন্য মূল নীতিগুলির সংক্ষিপ্তসার করেছে। রায় নীচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছেঃ-

১০) সহানুভূতিশীল নিয়োগের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত রায়গুলি দেখার পরে, নিম্নলিখিত নীতিগুলি উদ্ভূত হয়ঃ-

(ক) সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে নিয়োগ একটি ব্যতিক্রম যা সাধারণ নিয়মের আকাঙ্ক্ষিত যে সরকারী পরিষেবাগুলিতে নিয়োগ একটি স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক পদ্ধতিতে করা উচিত যা সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতিযোগিতা করার এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে।

(খ) সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য কাজে মারা যাওয়া কোনও কর্মীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অধিকার নিয়োগকর্তার দ্বারা প্রণীত প্রকল্প, কার্যনির্বাহী নির্দেশাবলী, নিয়ম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত স্কিম ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তিতে অনুকম্পামূলক নিয়োগের দাবি করার কোন অধিকার নেই।

(গ) সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে নিয়োগ শুধুমাত্র রুটি উপার্জনকারীর মৃত্যুর কারণে পরিবার যে তাৎক্ষণিক কষ্টের মুখোমুখি হয় তা মেটানোর জন্য দেওয়া হয়। যখন সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে একটি নিয়োগ করা হয় তখন এটি কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যা এটি অর্জন করে বলে মনে হয়, ধারণা অবিরাম সমবেদনা জন্য প্রদান না করা হচ্ছে।

(ঘ) সহানুভূতিশীল নিয়োগ শুধুমাত্র ওয়ারেন্টিং পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে হবে এবং নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থার দিকনির্দেশক হওয়া উচিত।

****

১৩) সহানুভূতিশীল নিয়োগের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি হারানো উচিত নয় - পরিবারকে আকস্মিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করার জন্য।"

৬) উপরন্তু, **২০১৮ (৪) সিএইচএন (সিএএল) ৪৫৪ এবং (২০১৮) ৩ সিএএল এলটি ১৩৬ (এইচসি)-তে রিপোর্ট করা শ্রী বিজন মুখার্জি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা মামলায়** এই আদালত আবেদনকারীর সহানুভূতিশীল নিয়োগের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে এই ধরনের নিয়োগ অবশ্যই সর্বদা কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য নির্দিষ্ট নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং কর্মচারীর মৃত্যুর পরে পরিবারের আর্থিক অবস্থা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক নিয়মে নির্দিষ্ট পরিমাণে হতে হবে। রায়টি নীচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছেঃ-

"২৬. পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীদের এবং উপরে পরীক্ষিত পূর্বসূরীদের পক্ষ থেকে যুক্তিযুক্ত অনুপাত এবং আইনি অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার পর, আমি এই মতামত দিতে রাজি যে, 'করুণার ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নির্ভরশীলদের তাৎক্ষণিক আর্থিক কষ্ট লাঘব করা সম্ভব। এটি সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ অনুচ্ছেদের ব্যতিক্রম হিসেবে কাজ করে কারণ বিবাদীকে একইভাবে অন্যান্য সমানভাবে মেধাবী প্রার্থীদের চেয়ে অগ্রাধিকারমূলক নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তাই এটিকে অধিকার হিসেবে দাবি করা যায় না। 'করুণার ভিত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্য' মাথায় রেখে, এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে, এই নিয়োগ অবশ্যই 'এই ধরনের নিয়োগের নিয়ম অনুসারে' করা উচিত। এই ধরনের নিয়োগের জন্য আবেদনকারী 'আশ্রিত ব্যক্তিকে' এই ধরনের বিবেচনার জন্য এবং নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত 'পরিধি' অনুযায়ী আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার যোগ্য হতে হবে।"

৭) তাৎক্ষণিক রিট আবেদনে, আবেদনকারীরা ২০০১ সালের নিয়মাবলী দ্বারা আবদ্ধ যেখানে ২৮ জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছরের বেশি হতে হবে

এবং এই ধরনের আবেদন মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে কাউন্সিলে বিবেচনার জন্য জমা দিতে হবে। মৃত কর্মচারীর মৃত্যুর সময় আবেদনকারী নং ১-এর বয়স ১৪ বছর ছিল এবং তাই ২০০১ সালের নিয়ম এবং ২৮ জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখের সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তারা কখনও সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারতেন না, কারণ আবেদনকারী নং ১-এর প্রাপ্তবয়স্ক বয়সের মধ্যে করুণাপূর্ণ নিয়োগের জন্য আবেদনের দুই বছরের সময়সীমা শেষ হয়ে যেত। আবেদনকারী নং ১-এর ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে আবেদনকারী নং ১-এর আবেদনটি ১ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে মৃত কর্মচারী/আবেদনকারী নং ১-এর বাবার মৃত্যুর চার বছর পরে, এবং ২০০১ সালের নিয়ম এবং ২৮ জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখের সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আবেদন করার দুই বছরের নিষেধাজ্ঞার কারণে এই ধরনের অনুরোধ মঞ্জুর করা হবে না।

৮) উপরন্তু, এই আদালতকে আজ আবেদনকারীদের আর্থিক জরুরি অবস্থাও বিবেচনা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট , **সার ও রাসায়নিক সংক্রান্ত ট্রাভানকোর লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম অনুশ্রী কে.বি., ২০২২ সালের এসসিসি অনলাইন এসসি ১৩৩১**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, সহানুভূতিশীল নিয়োগ প্রদানের উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং নিশ্চিত করেছে যে এই ধরনের অনুগ্রহ মৃত কর্মচারীর পরিবারের আর্থিক জরুরি অবস্থার উপর নির্ভরশীল। রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নীচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে:-

"১৮ সুতরাং, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালতের দ্বারা নির্ধারিত আইন অনুসারে, অনুকম্পামূলক নিয়োগ সরকারি পরিষেবাগুলিতে নিয়োগের সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম,

এবং কোন মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পক্ষে যা যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করে এবং তার পরিবারকে অসহায় অবস্থায় ফেলে এবং জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় ছাড়াই, এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ মানবিক বিবেচনার কারণে এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে জীবিকার কোনও উৎস সরবরাহ না করা হলে পরিবারটি উভয় উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে না, মৃত ব্যক্তির নির্ভরশীলদের মধ্যে একজনকে লাভজনক কর্মসংস্থান দেওয়ার জন্য নিয়মে একটি বিধান করা হয়েছে যিনি এই ধরনের কর্মসংস্থানের জন্য যোগ্য হতে পারেন। **সহানুভূতিশীল কর্মসংস্থান দেওয়ার পুরো উদ্দেশ্যটি, তাই, পরিবারকে আকস্মিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করা।** উদ্দেশ্য এই ধরনের পরিবারকে মৃত ব্যক্তির কাছে থাকা একটি পদ কম দেওয়া নয়।"

৯) **ইপসিতা চক্রবর্তী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (উপরে) এবং শ্রী বিজন মুখোপাধ্যায় বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (উপরে)** সহ এই আদালতের দুটি পূর্বসূরীতে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনই **'ফার্টিলাইজারস এবং কেমিক্যালস ট্রাভাঙ্কোর লিমিটেড' এবং অন্যান্যরা বনাম 'অনুশ্রী কে. বি' (উপরে)** মামলায় শীর্ষ আদালতের রায় সহ, এটি দেখা গেছে যে সহানুভূতিশীল নিয়োগ প্রদানের উদ্দেশ্য হল মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সহায়তা করা, যারা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের পরিবর্তে একমাত্র উপার্জনকারী পরিবারের সদস্যের মৃত্যুর কারণে হঠাৎ আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। বর্তমান মামলায়, আবেদনকারী নং ১-এর মৃত কর্মচারী/বাবার মৃত্যু ২০১০ সালে হয়েছিল এবং এখন, এই ধরনের মৃত্যুর ১৩ বছর পরে, আবেদনকারীদের আর অনুকম্পামূলক নিয়োগের জন্য আর্থিক প্রয়োজন নেই।

১০) তাৎক্ষণিক রিট আবেদনের বাস্তবিক ম্যাট্রিক্স পর্যবেক্ষণ করার পর, এই আদালত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছে না

চেয়ারম্যানের তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭। চেয়ারম্যানের ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের অপ্রকাশিত আদেশটি ২০০১ সালের বিধি, ২৮ জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখের সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গৃহীত হয়েছে এবং এই আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টের উপরোক্ত রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পিতা/কর্মচারীর মৃত্যুর ১৩ বছর পর আবেদনকারীদের সহানুভূতিশীল নিয়োগ দেওয়া যাবে না, যখন কোনও আর্থিক জরুরি অবস্থা না থাকে এবং ২০০১ সালের নিয়ম অনুসারে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য আবেদনের জন্য দুই বছরের সীমার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় যখন আবেদনকারী নং ১ করুণামূলক নিয়োগের জন্য আবেদন করেছিলেন।

১১) পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে, আমি মনে করি যে বর্তমান মামলায় কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই এবং সেই অনুযায়ী, রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১২) সমস্ত পক্ষকে এই আদেশের ওয়েবসাইট অনুলিপির ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

(বিচারপতি, শেখর বি. সরাফ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal